বাংলাদেশ

ব্যাপক রাজনৈতিক সহিংসতায় আক্রান্ত এ দেশটির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে ইসলামপন্থি ও মাওবাদীদের ধারাবাহিক বোমাহামলা। এ বছরও সংবাদক্ষেত্র এ সহিংসতা থেকে রক্ষা পায়নি। তিন সাংবাদিক খুন হয়েছে এবং অন্তত ৯৫ জন শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল জোট সব খারাপের জন্যই দায়ী করেছে স্বাধীন সংবাদক্ষেত্রকে।

সরকার– যেটি রক্ষণশীল ও ইসলামপন্থিদের একটি জোট, দেশে জেহাদিদের অস্তিত্বের বিষয়টি স্বীকার করতে চাইছিল না, তারা বাধ্য হয়েছে পরিস্থিতির ভয়াবহতা মেনে নিতে। বিচারক, পুলিশ কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আত্মঘাতী বোমাহামলার পরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এই পরিস্থিতি মোকাবিলাকে একটি চ্যালেঞ্জ বলে স্বীকার করে নেন। অবশ্য, এই মন্ত্রী এবং তার পূর্বসূরিরা যেসব সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী নতুন এই হুমকি বিষয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে দমনাভিযান চালিয়েছিলেন।

এছাড়া, অস্ত্রধারী গোষ্ঠীগুলোর হাতে 'অনৈসলামিক' বলে চিহ্নিত নিবন্ধ লেখার জন্য ৫৫জন সংবাদ প্রতিনিধিকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলগুলোর জঙ্গিরাও এথেকে দূরে ছিল না। সংবাদক্ষেত্রকে নিরব করে দিতে হুমকি দেয়া, পেটানো, আগুন লাগিয়ে দেয়া, হয়ারানিমূলক মামলা দায়ের– সব ধরনের কাজই করেছে সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীরা। গত বছর ৭০ জনেরও বেশি সাংবাদিক হুমকির মুখে নিজের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

সন্ত্রাস ও হয়রানি সত্ত্বেও, গণমাধ্যম, বিশেষত জাতীয় দৈনিকগুলো সমাজকে পিছিয়ে দেয় এমন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অনুসন্ধান চালিয়ে গেছে। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ছাড়া অল্প কটি এফএম রেডিও স্টেশন দেশে রয়েছে। এখানে আছে ব্যক্তিমালিকানাধীন চারটি টিভি চ্যানেল, কিন্তু সরকারের প্রতি এক ধরনের আনুগত্য দেখিয়েই কেবল তারা তাদের লাইসেন্স রক্ষা করতে পারছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমের খুলনা অঞ্চলে সংবাদক্ষেত্রের বিরুদ্ধে সহিংসতা বেশি মারাত্মক। এখানে মাওবাদী অস্ত্রধারীরা 'শ্রেণী শত্রুদের' খতম করে চলেছে। খুলনায় ২০০৫ সালে দুই সাংবাদিক খুন হয়েছিল।

কিন্তু সাংবাদিকরা নিজেরাও সমালোচনা থেকে মুক্ত ছিল না, বিশেষ করে কিছু গণমাধ্যমের রাজনীতিকরণ এবং সাংবাদিকদের স্বল্প বেতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতির কারণে তারা সমালোচিত হয়েছে।